***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
**UGC Approved, Journal No: 48666**
*Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 51-62*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# রোহিঙ্গা আত্মপরিচয় সংকট ও রোহিঙ্গা সমস্যা নিরসনে ভারতের ভূমিকা

**সেখ আসিফ ইকবাল**
*সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***সংক্ষিপ্তসার***

*In the south-east Asia Rohingya issue has given seminal importance in the social, political as well as religion perspective. Due to being deported from previously known as Burma or modern-day Myanmar, Rohingyas are taking shelter in neighboring countries. They are one of the oldest inhabitants of Myanmar, but according to Myanmar, they are 'Bengalee' and they have migrated from Bangladesh and illegally settled in Myanmar. By showing this reason, the citizenship of Rohingyas was canceled according to the Myanmar Citizenship Act of 1982. However historians say that the Rohingya lived in the Arakan region since the eighth century. Rohingya Muslims also participated in Burmese's independence movement evenly with the Burmese. By the principle of 'Divide and Rule', under the rule of imperialism, the English sowed the seeds of divisions among the people living in Burma. On January 4, 1948 Burma gained independence. Rohingya or Arakanese Muslims were not included in the Constitution of Myanmar, 1947 though one hundred forty tribes of Burma were included in the Constitution. Displaced from their origin a large number of Rohingya enter India, apart from taking shelter in different neighboring countries. India has to make decisions regarding Rohingya, keeping in mind the importance of India's internal security and friendly relations with Myanmar. In the international stage India is taking decision to keep the balance in respect of international relationship. India is trying to solve the problem by social development of the Rakhine region.*

***Keywords: Rohingya, Refugee, Rakhine, Myanmar Citizenship Act of 1982, Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project, United Nations, Kofi Annan Commission.***

বর্তমান বিশ্বে বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার অন্যতম আলোচ্য বিষয় হল রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু সমস্যা। রোহিঙ্গারা পশ্চিম রাখাইন প্রদেশের উত্তরাংশে বসবাসকারী একটি জাতিগোষ্ঠী। ধর্মের বিশ্বাসে এরা অধিকাংশই মুসলমান। আজকের রাখাইন রাজ্য ছিল ইতিহাসের আরকান রাজ্য, যার অংশে ছিল বৃহত্তর চট্টগ্রামের একাংশ এবং ফেনী ও নোয়াখালী অংশ।[১] ধারণা করা হয় রোহিঙ্গা নামটি এসেছে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং থেকে, ম্রোহং> রোয়াং> রোয়াইঙ্গিয়া> রোহিঙ্গা।[২] আরাকান রোসাঙ্গ নামেও পরিচিত। তখনকার কবি-সাহিত্যিকেরা আরাকানকে রোসাঙ্গ রাজ বলে অভিহিত করেছেন। বিশেষ করে আলাওল, মগন ঠাকুর, দৌলত কাজি প্রমুখের লেখায় রোসাঙ্গ শব্দের উল্লেখ আছে।[৩] ১৬ শতকের কবি দৌলত কাজীর 'সতী ময়না লোর চন্দ্রানী' কাব্যে রোসাঙ্গ রাজ বা আরাকানের পরিচয়

ফুটে উঠেছে এভাবে, 'কর্ণফুল নদী কূলে আছে এক পুরী, রোসাঙ্গ নগর নাম স্বর্গ অবতারি। তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার। নাম শ্রী সুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।' লক্ষণীয় কাব্যে রাজাকে মগধ বংশীয় বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আরাকানে বৌদ্ধরা 'মগ' নামে পরিচিত। আরাকানের সাহিত্যিকরাও মগ ও মগধ অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৪]

১৯৮২-র মিয়ানমার নাগরিকত্ব আইন অনুসারে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়। যেখানে বলা হয় ১৮২৪ সালের আগে থেকেই যারা বার্মাই বসবাস করেছে তারাই মিয়ানমারের অধিবাসী। মিয়ানমার সরকার ১৩৫ টি জাতিগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও রোহিঙ্গারা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। মিয়ানমার সরকারের মতে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশী, যারা অবৈধ ভাবে মিয়ানমারে বসবাস করছে।[৫] তাদের মতে রোহিঙ্গারা ১৮২৪ এর পরে বার্মায় উপস্থিত হয় অর্থাৎ প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পরে তাদের আগমন। যদিও ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে। অনেকে রোহিঙ্গাদের আরাকানের আদি বাসিন্দা প্রমাণ স্বরূপ আরাকানে মুসলমানদের আগমনের ইতিহাসের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের ইতিহাসকে যুক্ত করেন, যেহেতু রোহিঙ্গারা অধিকাংশ ধর্মে মুসলমান। আরাকানে মুসলমানদের আগমনের ইতিহাসে দেখা যায় আরবীয়, পারসিয়ান, পাঠান, মুঘল, বাঙালি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের আগমন ঘটে। রোহিঙ্গারা নানান জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এবং সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে একটি শংকর কিন্তু স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠেছে।[৬] রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী প্রমাণে নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও অনেকে উপস্থাপন করেছেন।

আরাকানে ইসলামের প্রথম পদার্পণের ইতিহাস জানা যায় মধ্যযুগের বিখ্যাত পুঁথি রচয়িতা বরিদ শাহ কর্তৃক রচিত 'হানাফি-খাইয়াপারি' পুঁথি থেকে। চতুর্থ খলিফা হজরত আলী(রাঃ)এর পুত্র হজরত মুহাম্মদ বিন হানাফি কারাবালের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে উত্তর আরাকানের আরব শাহ পাড়ায় (বর্তমান মংডু) হাজির হন। সে সময় এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন খাইয়াপারি নামে এক নারী। পরবর্তীতে হানাফি-খাইয়াপারির মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং খাইয়াপারি পরাজিত হন। হানাফি খাইয়াপারিকে বিবাহ করেন এবং খাইয়াপারির সকল আনুসারী ইসলামে দীক্ষিত হয়। এভাবে আরাকানে ইসলামের যাত্রা শুরু হয়।[৭]

চন্দ্র বংশীয় রাজা মহত ইং চন্দের রাজত্বকালে (৭৮৮-৮১০খ্রি.) আরব বণিকদের বেশ কয়েকটি জাহাজ রামবি দ্বীপের কাছে ভেঙে পড়ে। কথিত আছে আরবীয় বণিকরা 'রহম' 'রহম' (দয়া করা) ধ্বনি দিয়ে স্থানীয়দের সাহায্য কামনা করে। জনগন এদের রহম জাতির লোক বলে মনে করে। এই রহম শব্দই বিকৃত হয়ে রোয়াং হয়েছে বলে রোহিঙ্গাদের বিশ্বাস। আরাকান রাজা এই বণিকদের আরাকানে বসবাস করার আনুমতি প্রদান করেন।[৮] আরবীয় মুসলমানগণ স্থানীয় রমণীদের বিয়ে করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে।

আরাকানে বৃহৎ সংখ্যায় মুসলিমদের আগমন ঘটে ম্রাউক-উ রাজবংশের নরমিখলা ওরফে মোহাম্মদ সোলাইমান শাহের মাধ্যম। ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে বার্মার রাজা মেঙ শো ওয়াই (MENG-TSHWAI) ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমন করলে নরমিখলা পালিয়ে এসে তৎকালীন বাংলার রাজধানী গৌড়ে আশ্রয় নেন।[৯] তখন বাংলার সুলতান ছিলেন ইলিয়াস শাহী বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ্ (১৩৮৯-১৪১৪ খ্রি.)। পরবর্তীকালে সুলতান জালালুদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩৩ খ্রি.) ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালী খাঁকে ২০ হাজার সৈন্য দিয়ে নরমিখলাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পাঠান। ওয়ালী খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা নরমিখলাকে বন্দী করে নিজেকে সুলতান বলে ঘোষণা করে।[১০] সুলতান জালালুদ্দিন ওয়ালী খাঁকে শায়েস্তা করার জন্য পুনরাই সিদ্ধি খানের নেতৃত্বে ৩০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। ওয়ালী খাঁ পরাজিত ও নিহত হন। নরমিখলা সোলাইমান শাহ্ নাম ধারণ করে আরাকানের সিংহাসনে আরোহণ করে লঙ্গিয়েত থেকে ম্রোহং-এ রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং ম্রাউক-উ রাজবংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলার করদ রাজ্য হিসেবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।[১১] আগত গৌড়িয় সৈন্যদল ম্রাউক-উ বংশের অধীনে চাকরী গ্রহন করে আরাকানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে।[১২] এই সময়

আরাকান স্বাধীন হলেও গৌড়ের সুলতানকে বাৎসরিক কর প্রদান করত। বাংলার সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আরাকান রাজারা তাদের মুদ্রায় একদিকে রাজার মুসলিম নাম, সিংহাসনে আরোহণকাল অপরদিকে 'কলেমা' খোদাই করত।[১৩] এই সময় আরাকানে ইসলামের বেশ প্রচার-প্রসার ঘটে।

পরবর্তীকালে গৌড়ের স্বাধীন রাজশক্তির পতন ঘটলে ম্রাউক-উ বংশের জেবুক শাহ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জেবুক শাহ শক্তিশালী মোঘলদের প্রতিরোধ করার জন্য আরাকানের মগ বৌদ্ধদের নিয়ে পর্তুগিজ প্রশিক্ষকদের সাহায্যে একটি নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। তারা নৌযুদ্ধ বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি জলদস্যুবৃত্তিতেও পারদর্শী হয়ে ওঠে।[১৪] এই মগ জলদস্যুরা ধনসম্পদ লুঠ করার সাথে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের বহু নারী-পুরুষদেরও ধরে নিয়ে যেত।[১৫] রোসাঙ্গ রাজ তাদের আরাকানের দুর্গম জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষি উপযোগী করে তোলার কাজে নিয়োজিত করত। এভাবে বাঙালি মুসলমানদের নিয়ে আরাকানে এক বিপুল জনশক্তি গড়ে তোলা হয়।[১৬]

ঔরঙ্গজেবের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মুখল যুবরাজ শাহ্ সুজা ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দের খানুয়ার যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন।[১৭] তিনি চট্টগ্রাম কক্সবাজার হয়ে আরাকানে পলায়ন করেন। শাহ্ সুজা তদানিন্তন আরাকানের রাজধানী ম্রোহং এসে পৌঁছালে[১৮] আরাকানের তরুন রাজা চন্দ্র-সু-ধর্মা তাকে রাজকীয় অভিবাদন জানান । কথা ছিল আরকান রাজা চন্দ্র-সু-ধর্মা সামুদ্রিক জাহাজে করে শাহ্ সুজা ও তাঁর অনুগত বাহিনীকে পবিত্র মক্কা নগরীতে পৌছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দেবেন। কথিত আছে সুজার সুন্দরী কন্যা আমেনাকে পত্নী হিসেবে পাওয়ার অভিলাষ থেকে সুজার সঙ্গে রাজার বিরোধ বাধে।[১৯] সুজা রাজাকে ক্ষমতা চ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেলে সুজাকে তাঁর পরিবার ও দলবলসহ নিপীড়ন করে মারা হয়।[২০] শুধুমাত্র সামান্য কয়েকজন গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে নিদারুণ হত্যাযজ্ঞ থেকে নিস্তার পায়। কিন্তু কোন মুগল রাজকুমার বা রাজকুমারী জীবিত ছিলেন না।

শাহ্ সুজার পক্ষ অবলম্বনের দায়ে সে যুগের প্রখ্যাত কবি আলাওলকেও কারাগারে যেতে হয়।[২১] সে ঘটনা কবি আলাওল বর্ণনা করেছেন 'সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামান' কাব্যগ্রন্থে। তবে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন মির্জা নামক এক পাপিষ্ঠের ষড়যন্ত্রে তার মতো অনেককেই তখন জেলে যেতে হয়েছিল। শাহ সুজা হত্যার পর অস্থিরতার সুযোগে অনেক ষড়যন্ত্রকারী তখন রাজার কান ভারী করেছিলেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে। শাহ সুজার হত্যা এবং কবি আলাওলের জেলে যাওয়া সম্পর্কে কবি আলাওল লিখেছেন, "তার পাছে সাহা সুজা নৃপ কুলেশ্বর। দৈব পরিপাক আইল রোসাঙ্গ শহর। রোসাঙ্গ নৃপতি সঙ্গে হৈল বিসম্বাদ। আপনার দোষ হোস্তে পাইল অবসাদ। যতেক মুসলমান তান সঙ্গে ছিল। নৃপতির শাস্তি পাইল সর্বলোক মইল। মির্জা নামে এক পাপী সত্য ধর্মভ্রষ্ট। শালেত উঠিল পাপী লোক করি নষ্ট। যার সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দভাব। অপবাদে নষ্ট করি পাইল নর্ক লাভ। মরণ নিকটে জানি ইচ্ছাগত পাপ। যেজনে করএ সেই নর্ক মাগে আপ। এজিদ প্রকৃতি সেই দাসীর নন্দন। মিথ্যা কহি কত লোক করাইল বন্ধন। আয়ুযুক্ত সব মুক্ত করিল অস্থানে। পাপরাশি ধর্মনাশি মরিল মৈল শাল স্থানে। বিনা অপরাধে মোরে দিল পাপ ছারে। না পাইয়া বিচার পড়িলুং কারাগারে। বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুং কর্কশ। গর্ভবাস সম্পিল পঞ্চাস দিবস।"

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মার আলাংপায়া বংশের সাম্রাজ্যবাদী শাসক বোধপায়া ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে আরাকান আক্রমন করে। আরাকানীরা সামন্ত রাজাদের অনুপ্রেরণায় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বর্মীদের স্বাগত জানায়।[২২] ক্ষমতা দখলের পরেপরেই বোধপায়া আরাকানীদের উপর ব্যাপক শোষণ-নির্যাতন শুরু করে। প্রায় কয়েক লক্ষ আরাকানী প্রাণ ভয়ে চট্টগ্রাম জেলায় পালিয়ে আসে।[২৩] এদের মধ্যে রাখাইন বৌদ্ধ ও মুসলিম রোহিঙ্গা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিল।

ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা এবং বার্মার জঙ্গি মনোভাবের কারণে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মার্চ প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধ শুরু হয়।[২৪] ১৮২৫ এর এপ্রিল মাসের মধ্যে সমস্ত আরাকান ব্রিটিশ অধীনে আসে।[২৫] ১৮২৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রেঙ্গুন থেকে ৪৫ মাইল দুরে অবস্থিত ইয়ান্দাবু নামক গ্রামে একটি চুক্তির মাধ্যমে

প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ইয়ান্দাবু চুক্তি অনুসারে বর্মীরাজ আসাম এবং এর অধীনস্থ এলাকা ও মণিপুরের উপর থেকে সমস্ত দাবী প্রত্যাহার করে, আরাকান এবং টেনাসেরিম প্রদেশ ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়, কাছাড় ও জৈন্তিয়া অঞ্চলে হস্তক্ষেপ না করতে সম্মত হয়, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ইংরেজকে এক মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দিতে বাধ্য হয় এবং স্থির হয় আভাতে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট অবস্থান করবেন এবং কোলকাতায় একজন বর্মীদূত স্থায়ীভাবে অবস্থান করবেন।[২৬]

১৮৫২-৫৩ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে ব্রিটিশেরা সমৃদ্ধশালী পেগু প্রদেশ দখলে নিয়ে নিতে সক্ষম হয়।[২৭] ১৮৮৫ সালে তৃতীয় ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা সম্পূর্ণ মিয়ানমার করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়। এরই রেশ ধরে আলাংপায়া রাজবংশের (১৭৫২-১৮৮৫ খ্রি.) পতন ঘটে। বার্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ায় বার্মার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অনেক কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়। বার্মায় ভারতীয়দের জন্য নানাবিধ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পেশার বহু ভারতীয়র বার্মায় আগমন ঘটে। যেহেতু সমুদ্রপাড়ি হিন্দু ধর্মে পাপ বলে বিবেচিত হতো, ফলে এই সমস্ত বহিরাগতদের অধিকাংশই ছিল ইসলাম ধর্মাবলম্বী।[২৮] ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বার্মায় এক মিলিয়ন ভারতীয়ের মধ্যে অর্ধেক ছিল ভারতীয় মুসলিম, বর্মী ছিল এগারো মিলিয়নের কিছু বেশি।[২৯] বার্মা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও আরাকানীদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। প্রথম ইঙ্গ-বর্মী যুদ্ধে আরাকানীরা ব্রিটিশদের পক্ষে যোগ দিলেও ব্রিটিশরা বার্মা দখল করে আরাকানকে বার্মার সাথে একীভূত করে রাখে। ফলে আরাকানীদের রাজনৈতিক অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে।[৩০]

আরাকানের পতিত জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলার জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আরাকান পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন, ১৮৩৯ ও ১৮৪১ এবং পেগু পতিত জমি অধ্যাদেশ আইন, ১৮৬৫ জারি করা হয়। "Waste land grants were issued by Government under the Arakan waste land grant rules of 1839 and 1841 and the Pegu waste land grant rules of 1865 with the object of causing an influx of population and extension of cultivation in Arakan by new setters." (Smart, R.B, Burma Gazetteer, Akyab District, Vol.A, Rangoon, 1957) এই অধ্যাদেশের আওতায় ব্রিটিশ সরকার চট্টগ্রাম থেকে বহু লোককে আরাকানে নিয়ে এসে পতিত জমি বিতরণের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে। এরা অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে আরাকানের গভীর অরণ্য ও পতিত অঞ্চল সমূহকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে তোলে। বিভিন্ন সূত্রে এদেরকে চট্টগ্রাম থেকে আগত বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে এদের অধিকাংশ ছিল ১৭৮৪ সালের পর আরাকান থেকে চট্টগ্রামে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের বংশধর।[৩১]

১৮২৪ সালের পর আরও কিছু কারণ আরাকানী উদ্বাস্তুদের পুনরায় আরাকানে ফিরে আসতে উৎসাহিত করেছিল। বাস্তুভিটার প্রতি প্রত্যেক মানুষের আকর্ষণ থাকে, যা অনেককে আরাকানে ফিরতে আকর্ষিত করে। এছাড়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের তীব্র বেকার সমস্যা ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষিতে আরাকানের ব্যবসায়িক সুবিধা ও মজুরীর উচ্চহার তাদের নিজ ভূমে ফিরতে উৎসাহিত করে।[৩২] ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার একজন শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি ছিল ৯ টাকা ১২ আনা, একই সময় আরাকানের আকিয়াবে একজন শ্রমিকের দৈনিক গড় মজুরি ছিল ১৫ টাকা।[৩৩]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক কারণে বর্মীদের গ্রাম থেকে শহরে আসার প্রবণতা দেখা যায়। শহরের কর্ম জগতে ভারতীয়দের প্রাধান্য থাকায় বর্মীরা তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়।[৩৪] এইসময় বার্মায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের মতোই ব্রিটিশ সরকার বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য সাম্প্রদায়িক বিভেদের তাস খেলে। বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্লোগান ছিল 'Burma for Burmese'। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার একে প্রচার করে 'Burma for the Buddhist Burmans' এবং 'Burmese Muslims are foreign immigrants or Kolas' শ্লোগান রূপে। ব্রিটিশ সরকারের এই নীতি বার্মার

মুসলমানদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তোলে, যা অতীতে ছিল না। ব্রিটিশ সরকারই সুকৌশলে বার্মার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মুসলমান বিরোধী সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবেশ করিয়ে দেয়। ১৯৩০ সালের বর্মী-ভারতীয় দ্বন্ধ, ১৯৩৮ সালের বৌদ্ধ-মুসলিম দাঙ্গা, ১৯৪২ সালে আরাকানে রোহিঙ্গা হত্যা প্রভৃতি ব্রিটিশ সরকারের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার ফলশ্রুতি।[৩৫]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির আগে, যখন পাকিস্তান তৈরির সম্ভাবনা দেখা দেয় আরাকানে রোহিঙ্গারা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। রোহিঙ্গা নেতারা জিন্নার সাথে এবিষয়ে বৈঠকও করেন। জিন্না এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি।[৩৬] কারণ তিনি বার্মার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু রোহিঙ্গাদের এই প্রয়াস আরাকানের অন্য জাতিগোষ্ঠীরা মেনে নিতে পারে নি। রোহিঙ্গাদের এই আচরণকে বেইমানি হিসেবে দেখা হয়।

১৯৪৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত প্যানলং সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় বার্মা একটি বহুজাতিক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। ১৯৪৮ সালের ৪ঠা জানুয়ারী বার্মা স্বাধীনতা লাভ করে। বার্মা সংবিধানে ১৪০টি জাতির নাম থাকলেও রোহিঙ্গা বা আরাকানি মুসলমানদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সংবিধানে ১৪০টি জাতির উল্লেখের পর 'ইত্যাদি' বলে শেষ করা হয়েছে। বার্মা সংবিধানের ১১(১) ধারা অনুসারে ১৮২৩ সালের পূর্ব হতে যারা জাতিগত বা গোষ্ঠীগত ভাবে বার্মায় বসবাস করছে তারা বুনিয়াদী জাতি হিসেবে স্বীকৃত।[৩৭] এই হিসেবে আরাকানী মুসলমানরাও বার্মার নাগরিক। কিন্তু চেহারাগত ভাবে ভারতীয় বা বাংলাদেশিদের সাথে মিল থাকায় তাদের বাঙালি প্রমাণের চেষ্টা চলে আসছে।

এথনিক আইডেন্টিটির কতকগুলি বৈশিষ্টের কথা ফ্রেডরিক বার্থ বলেন, যেমন জৈবিক স্ব-চিরস্থায়িকতা, মৌলিক সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক রূপে একতা অনুভব করা, নিজেদের একটি নির্দিষ্ট নৃগোষ্ঠীর সদস্য বলে মনে করা, অন্য গোষ্ঠীরও তাদের তাই মনে করা ইত্যাদি।[৩৮] রোহিঙ্গারা নিজেদের স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠীর মনে করে, তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি রয়েছে, অন্যরাও তাদের স্বতন্ত্রতাকে স্বীকৃতি দেয়। অতএব রোহিঙ্গারা একটি স্বতন্ত্র নৃগোষ্ঠী।[৩৯] মিয়ানমার রাষ্ট্রে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে বর্মীরা, যেখানে সাংস্কৃতিক, জনতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে রোহিঙ্গারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ভাবে পিছিয়ে রয়েছে। এই বিচারে আন্তর্জাতিক মাপকাঠিতে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে একটি স্বতন্ত্র আদিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্য।[৪০] ডাচ নৃবিজ্ঞানী নেল ভান্দাকেরখোবে বলেন, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই ভূমিতে জন্ম ও মৃত্যুবরণ করে, তারা সেই ভূমির সত্যিকারের ভূমিপুত্র।[৪১] রোহিঙ্গারাও আরাকানে কয়েক প্রজন্ম ধরে বসবাস করছে, তাদের উত্তর পুরুষরাও কয়েক প্রজন্ম ধরে সেখানে বসবাস করেছে, সেখানেই জন্ম নিয়েছে। সুতরাং রোহিঙ্গারাও আরাকানের ভুমিলোক (ভূমিপুত্র)।[৪২]

১৯৭৮, ১৯৯১-৯২, ২০১২ এবং ২০১৬ সালে সংঘটিত হিংসার দ্বারা বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে বিতারিত হয়। তারা বাধ্য হয় পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে আশ্রয় নিতে, বিশেষ করে বাংলাদেশে। মিয়ানমার সরকারের প্রতি অভিযোগ এই হিংসা রাষ্ট্র কর্তৃক আয়োজিত। জাতিসংঘ ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর চালানো দমন ও নির্যাতনকে জাতিগত নির্মূলতা আখ্যা দিয়েছে।[৪৩] যদিও মিয়ানমার সরকার একে জাতিগত সংঘাত অর্থাৎ বৌদ্ধ রাখাইনদের সঙ্গে মুসলমান রোহিঙ্গাদের সংঘাত হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করছে। তবে ১৯৮২-র মিয়ানমার নাগরিকত্ব আইন দ্বারা রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে যায়। এই আইন দ্বারা মিয়ানমারে বসবাসকারী দশ লক্ষ রোহিঙ্গাদের মধ্যে মাত্র চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গাকে নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বাকীদের চিহ্নিত করা হয় বাঙালি হিসেবে।[৪৪]

২০১২ সাল থেকে পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা মিয়ানমার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার রোহিঙ্গা ভারতে অবৈধ ভাবে প্রবেশ করে। UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugees)

নথিভুক্ত ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গার সংখ্যা ষোল হাজার।[৪৫] ভারত সরকার বিভিন্ন সময় শ্রীলঙ্কার তামিল উদ্বাস্তু, বাংলাদেশি উদ্বাস্তু, তিব্বতি উদ্বাস্তু, পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাজনিত প্রশ্নচিহ্ন আর মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভারতকে রোহিঙ্গা সমস্যায় ভিন্ন অবস্থান নিতে বাধ্য করেছে।

রোহিঙ্গাদের সমস্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময় বেশ কিছু সন্ত্রাসধর্মী সংগঠন গড়ে ওঠে। স্বাধীন মিয়ানমারে শুরুতেই মোহাম্মদ জাফর কাওয়ানের নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ রোহিঙ্গা যুবকদের নিয়ে সশস্ত্র মুজাহিদ বিদ্রোহ দেখা দেয়। রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন (RSO) তাদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডের জন্য বাংলাদেশে নিষিদ্ধ। বর্তমানকালে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটির নাম বিশেষ পরিচিত তা হল আরাকান সালভেশন আর্মি (ARSA)। যাদের ঘোষিত লক্ষ্য রোহিঙ্গাদের জন্য স্বাধীন আরাকান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছে আতাউল্লাহ নামে একজন রোহিঙ্গা। তার জন্ম পাকিস্তানের করাচীতে।[৪৬] এই ধরণের সংগঠনের সঙ্গে পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈয়বা বা অন্য সংগঠনের যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। এই সূত্র ধরেই ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা জমা দিয়ে রোহিঙ্গাদের ভারতের নিরাপত্তার জন্য 'বিপজ্জনক' আখ্যা দিয়ে তাদের প্রত্যর্পণের পক্ষে সরকারে বক্তব্য তুলে ধরা হয়। হলফনামায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দাবি করে, রোহিঙ্গাদের জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। ওই তথ্যানুযায়ী, পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলো ও আইএসের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের যোগাযোগ রয়েছে।[৪৭] হলফনামায় আরো উল্লেখ করা হয়েছে, রোহিঙ্গারা শুধু দেশের নিরাপত্তা নয়, এই বহিষ্কারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কূটনীতিও জড়িত। তাই সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। সরকারের একটা চিন্তা জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে বড় সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতি।

রোহিঙ্গা সমস্যাটির সঙ্গে যে দুটি দেশ সব থেকে বেশি জড়িত, তারা হল মিয়ানমার আর বাংলাদেশ। রোহিঙ্গারা নিজেদের মিয়ানমারে বুনিয়াদী বাসিন্দা বলে দাবি করলেও মিয়ানমার সরকার তা অস্বীকার করে। আর প্রযুক্ত হিংসার সম্মুখীন হয়ে বিপুল রোহিঙ্গা শরণার্থী ঢল নেমেছে বাংলাদেশে। মিয়ানমার ও বাংলাদেশ উভয় দেশই ভারতের প্রতিবেশী আবার উভয় দেশের সঙ্গে ভারতের বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এই দুই সম্পর্কের মধ্যে ভারসাম্য রেখে ভারতকে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সমাধানে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ১ হাজার ৬৪৩ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের তিনটি রাজ্য মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের জঙ্গি দমন করতে মিয়ানমারের সহযোগিতা প্রয়োজন। ২০১৫ সালে মণিপুর ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনির ওপর নাগা বিদ্রোহীরা আক্রমণ করে। এরপর ভারতীয় বাহিনী ইয়াঙ্গুনের সম্মতিতে মিয়ানমার সীমান্তে গোপন অভিযান চালায়।[৪৮] ভারত এই সমঝোতা ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা কখনোয় চাইবে না।

ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিশেষ ভাবে মজবুত। ভারতের অভ্যন্তরে স্থলপথে উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ শিলিগুড়ির মাধ্যমে, যা 'চিকেন নেক' নামে পরিচিত। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগের জন্য শিলিগুড়ি ও বাংলাদেশের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য বিকল্প পথ হিসেবে ৪৮৪ মিলিয়ন ডলারের 'কালাদান মাল্টি-মডেল ট্রান্সিট ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট' নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মিয়ানমারের ভিতর দিয়ে কালাদান নদী ব্যবহার করে রাখাইনের বন্দর সিতওয়ে থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মিজোরামের মধ্য দিয়ে লম্বা একটি বহুমাত্রিক যোগাযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।[৪৯] এর ফলে হলদিয়া বন্দরের বিভিন্ন পণ্য সরাসরি সিতওয়ে বন্দরের মাধ্যমে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে (অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘলয়, মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা) পৌঁছানো সম্ভব হবে। এই প্রোজেক্ট কোলকাতা ও সিতওয়ের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ১৩২৮ কিলোমিটারের মতো কমিয়ে দেবে। ভারত-মিয়ানমার অর্থনৈতিক সম্পর্ককে মজবুত করতে সিতওয়ের কাছে স্পেশাল ইকনোমিক জোন (SEZ) গঠনে ভারত পদক্ষেপ করেছে।[৫০] ১৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সিতওয়ে-গয়া ভায়া মিজোরাম, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ গ্যাস পাইপ লাইনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। খরচ আনুমানিক তিন বিলিয়ন

ডলার।[৫১] ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে মিয়ানমারকে সাহায্য করার।[৫২] এই প্রকল্পে (TCHP) ১৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে স্থির করা হয়েছে। ভারতের লক্ষ্য আসিয়ান দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়ানো। এই লক্ষ্যপূরণে প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভারত থেকে থাইল্যান্ড পর্যন্ত সড়কপথ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই সড়কপথ মিয়ানমারের উপর দিয়ে গেছে।[৫৩]

সুত্র: http://notesforupsc.2013blogspot.com//05/2016india-myanmar-thailand-trilateral.html

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের অন্যতম প্রতিপক্ষ হল চীন। আবার চীনের সাথে মিয়ানমারের সম্পর্ক খুবই গভীর। চীনের প্রশ্রয়ের কারণে মিয়ানমারের সামরিক সরকার আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে তোয়াক্কা করে নি। চীন মিয়ানমারে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা, অস্ত্র বিক্রয়, সামরিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি নানান ধরণের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৮৮ থেকে জানুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত মিয়ানমারে চীনের বিনিয়োগের পরিমাণ ১৮.৫৩ বিলিয়ন ডলার।[৫৪] চীন আকিয়াব উপকূলে কিয়াউকাফিউ বন্দর নির্মাণ করেছে। আরাকানের উপকূলে তেল ও গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। যে গ্যাস ও তেল নেওয়ার জন্য চীন আরাকান থেকে তার কুনমিং প্রদেশ পর্যন্ত পাইপ লাইন স্থাপন করেছে। আসলে চীনের লক্ষ্য তেল আমদানির পথ হিসেবে মালাক্কা প্রণালীর উপর তার নির্ভরতা কমানো। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মাঝের সরু সমুদ্র প্রণালীটি হচ্ছে মালাক্কা প্রণালী। এই প্রণালী হল ভারত মহাসাগর থেকে প্রসান্ত মহাসাগর ও চীন সাগরে যাওয়ার প্রধান ও সংক্ষিপ্ততম সমুদ্রপথ। চীনের জ্বালানি তেলের চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগই এই পথে মধ্য প্রাচ্য থেকে চীনে আসে। আবার এই পথেই চীনের প্রতিপক্ষ আমেরিকার নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুর ও ভারতের সামরিক ঘাঁটি পোর্টব্লেয়ারের উপস্থিতি। এই জন্য চীনের নজর বিকল্প ব্যবস্থার দিকে।[৫৫] চীন মিয়ানমারে সবথেকে বড় বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি সবথেকে বড় অস্ত্র বিক্রেতাও। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মিয়ানমারের ৬৮ শতাংশ অস্ত্র চীন যোগান দিয়েছে।[৫৬] রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিরোধিতা করে এতো বড় বাজার হাতছাড়া করার কোন অভিপ্রায় চীনের নেই। বরং চীন জাতিসংঘে রোহিঙ্গা ইস্যুতে সকল সময় মিয়ানমারের সাথ দিয়েছে। ভারতের প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে চীনের এমন সক্রিয় উপস্থিতি ভারতের কাছে অস্বস্তিকর। কারণ চীনের অন্যতম লক্ষ্য হল ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির উপর প্রভাব স্থাপন করে ভারতকে ঘিরে ফেলা। তাই ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মিয়ানমারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিশেষ নজর দিতে হচ্ছে।

মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও ভারত রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে উদাসীন নয়। এর কারণ যেমন ভারতে রোহিঙ্গা শরণার্থীর উপস্থিতি, বাংলাদেশের সাথে সুসম্পর্ক তেমনই অতীতে উদ্বাস্তু সমস্যায় ভারতের মানবিক অবস্থান। ২০১৭-র ১৭ই নভেম্বর মুসলিম রাষ্ট্রগুলির জোট 'ওআইসি'র আহ্বানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিসদের থার্ড কমিটিতে ভোটাভুটির আয়োজন করে জাতিসংঘ। এতে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর সামরিক অভিযান বন্ধের প্রস্তাব পাশ হয়। ভোটাভুটিতে চীন ও রাশিয়া মিয়ানমারের পক্ষে ভোট দিলেও ভারত ভোটদান থেকে বিরত থাকে।[৫৭] এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ভারত কেন ভোটদানে বিরত থাকল? লক্ষণীয় রোহিঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ে ভোটাভুটির আয়োজন করার জন্য প্রস্তাব আনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জোট 'ওআইসি', যে 'ওআইসি'র গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হল পাকিস্তান এবং অতীতে পাকিস্তান 'ওআইসি'কে কাশ্মীর প্রশ্নে ব্যবহার করেছে। 'ওআইসি'র পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে বহুবার অনেক সদস্য দেশ ভারতের নাম প্রস্তাব করলেও পাকিস্তানের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয় নি। প্রায় ২০ কোটি মুসলমানের আবাস হওয়া সত্ত্বেও ভারতের নাম সেখানে নেই। তাই 'ওআইসি' কর্তৃক কোন বিলকে ভারত সর্বদা অসম্মতিই দিয়ে এসেছে, কিন্তু এবার এই উপরোক্ত বৈঠকে অসম্মতি জানায় নি ভারত বরং ভোটদানে বিরত থেকেছে। ভারত সরকারি ভাবে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যবহার করে না। প্রসঙ্গত পোপ তাঁর মিয়ানমার সফর কালে 'রোহিঙ্গা' শব্দটি ব্যাবহার করেন নি। তাঁর বক্তব্য ছিল যেহেতু মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শব্দটি নিয়ে আপত্তি আছে তাই তিনি শব্দটি ব্যাবহার করে আলোচনার পথটি বন্ধ করতে চান নি।[৫৮] ২০১৬ সালে রোহিঙ্গাদের উপর সংঘটিত নির্যাতনের বিষয়ে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। ২০১৭ সালের ২৩শে আগস্ট কমিশন রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান, মিয়ানমারে তাদের অবাধ চলাফেরার অধিকার প্রদান, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিয়ে পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে।[৫৯] জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ৩৬তম অধিবেশনে ভারত সুস্পষ্টভাবে 'কফি আনান কমিশন'-এর সুপারিশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংকটের সমাধান চেয়েছে। ভারত সরকার 'জেনেভা কনভেনশন'এ বাংলাদেশের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে যেখানে চীন, রাশিয়া সরাসরি মিয়ানমারের পক্ষাবলম্বন করেছে।[৬০] ২০১৭ সালে ভারত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের রাখাইনে ফেরত পাঠাতে এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে মিয়ানমারের সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প চুক্তি সই করে। এতে রোহিঙ্গাদের জন্য বাড়ি নির্মাণে মিয়ানমার সরকারকে সাহায্যের কথা বলা হয়। চুক্তি অনুযায়ী এরকম ২৫০টি বাড়ি নির্মাণের কথা রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ৫০টি বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ হয়, যেগুলি ২০১৮-র ডিসেম্বরে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ মিয়ানমার সফরকালে আনুষ্ঠানিকভাবে মিয়ানমার সরকারের কাছে হস্তান্তর করে।[৬১] ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিজয় গোখলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য দ্বিতীয় দফা মানবিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা করেন। এর আওতায় বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করবে ভারত। বর্ষা মৌসুমকে বিবেচনা করে বিভিন্ন ত্রাণ সহায়তার ঘোষণাও করেন তিনি।[৬২] রাখাইন প্রদেশের সমস্যার যেমন নিরাপত্তার দিক আছে, তেমনই রয়েছে মানবিকতার ইস্যু ও সামাজিক উন্নয়ন। কোনও বিষয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, ভারত চেষ্টা করছে ওই অঞ্চলের সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে সমস্যার সমাধানের।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, তার পরিণতি যে কী হবে সে ব্যাপারে আজ অনেকেই সন্দিহান। বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান অনেক বেশি জটিল ও কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিবেশি ও বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে বিদ্যমান রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভারতের ইতিবাচক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দু'দেশেরই ভালো বন্ধু। ফলে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে চলমান সমস্যা সমাধানে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশও এ বিষয়ে ভারতের পূর্ণ সমর্থন আশা করে। এখন রোহিঙ্গা সমস্যাটি বাংলাদেশের জন্য মানবিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। কয়েক লাখ রোহিঙ্গার ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের দায়িত্ব বাংলাদেশের কাঁধে পড়েছে। বাংলাদেশের মতো একটা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে দশ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর পেছনে বছরের পর বছর হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে অনির্দিষ্টকালের জন্য তা চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সংকট সমাধানে কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে ভারত অবশ্যই তার জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক

স্বার্থকে গুরুত্ব দেবে- এটাই স্বাভাবিক। রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারত 'চেক অফ ব্যালেন্স' নীতি অনুসরণ করছে এটা তাদের রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি। কারো সাথে শত্রুতা করে কোন সমস্যার সমাধানে ভারত না এগিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় সেটার সমাধান করতে চাইছে। যে কারণে ভারতের প্রথম কোনো রাষ্ট্রপতি হিসেবে রামনাথ কোবিন্দ মিয়ানমার সফরে গিয়ে রোহিঙ্গাদের নিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেন। রোহিঙ্গা সমস্যার মূল সমাধান হতে হবে মিয়ানমারের ভিতরে রাখাইন প্রদেশের মধ্যে এবং এর কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত দিতে হবে একমাত্র মিয়ানমার সরকারকে। মিয়ানমার সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করেই সম্ভব রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন। সাধারণত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সব সংকট সমাধানের চেষ্টা করা হয়। নিরাপত্তা পরিষদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করে সংকট নিরসন করতে হয়। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর ভেটো দেয়ার অধিকার অনেক সময় সঠিক সিদ্ধান্তের ওপর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলো একের পর এক বিবৃতি দিয়ে যাচ্ছে। একদিকে তারা বলছে মিয়ানমারকেই ফিরিয়ে নিতে হবে এই রোহিঙ্গাদের, আবার অন্যদিকে বলছে রাখাইনে এখনও ফিরে যাওয়ার মতো স্থিতিশীল পরিস্থিতি নেই। এই পরিস্থিতি তৈরির দায়িত্ব নিতে হবে বিশ্বের ক্ষমতাশালী দেশগুলিকে। ভারত রাখাইনের সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে অনুকূল পরিস্থিতি স্থাপনের চেষ্টা করছে। বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ২০১৮র মে মাসের মিয়ানমার সফরকালে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জোর দেন। এটা ঠিক যে বিশ্বব্যাপী মিয়ানমারের বিরুদ্ধে একটা নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অনেক বড় দেশ ও কোম্পানি মিয়ানমারে বিনিয়োগ করার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করছে। এই পরিস্থিতিতে মিয়ানমার বাধ্য হচ্ছে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা করতে। কিন্তু নানান শর্তের মাধ্যমে সে কয়েক লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজারকে নাগরিকত্ব দিতে স্বীকৃত হচ্ছে, তাও 'বাঙালি' বলে তালিকাভুক্ত করে। সুতরাং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি হয়েছে তাকে অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে মিয়ানমার স্বতন্ত্র 'রোহিঙ্গা জাতি' পরিচয়কে মেনে নিয়ে রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রদান করে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির সাফল্য আর মিয়ানমার সরকারের শুভবুদ্ধি জাগরণ রোহিঙ্গা সমস্যার এই জটিল পরিস্থিতির সমাধানে সাহায্য করতে পারে।

**তথ্যসূত্রঃ**


১। উদ্দিন, রাহমান নাসির, 'রোহিঙ্গা নয় রোয়াইঙ্গা: অস্তিত্বের সংকটে রাষ্ট্রহীন মানুষ', মূর্ধন্য, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ২৬

২। 'রোহিঙ্গাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি', Dailyhunt , সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১৮ https://m.dailyhunt.in/news/india/bangla/breaking+bangla-epaper-bkbangla/rohinggader+ itihas+samparke+aamara+katatuku+jani-newsid-97827784 (সংগ্রহের তারিখ- ১২/০২/২০১৯)

৩। উল্লাহ, হাবিব, 'রোহিঙ্গা জাতির ইতিহাস', বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৪৭-৬৩

৪। তদেব, পৃ. ৫২

৫। 'রোহিঙ্গা মুসলিমরা মিয়ানমারের জনগোষ্ঠী নয় তারা বাঙালি: সেনাপ্রধান', DW.com, নভেম্বর ১২, ২০১৭

৬। উদ্দিন, রাহমান নাসির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৭। তদেব, পৃ. ২৯

৮। Korim, Abdul, 'The Rohingyas: A Short Account of their History and Culture', Jatya Shahitya Prakash, Dhaka, 2016, pp. 22-23

৯। Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol.XIII, 1844, pp. 44-46

১০। Harvey G.E, History of Burma, 'From the Earliest Time to 10 March 1824 The Beginning of The English Conquest', Longmans, Green And Co., London, E.C.4, 2000(1925), p. 139
১১। করিম, আবদুল, 'বাংলার ইতিহাসঃ সুলতানী আমল', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৬
১২। উল্লাহ, হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১৩। আখন্দ, মাহফুজুর, 'আরাকানের মুসলমানদের ইতিহাস', চট্টগ্রামঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ২০১৩, পৃ. ৪১
১৪। উল্লাহ, হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১৫। চৌধুরী, তেসলিম, 'ভারতের ইতিহাস: মুঘল যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ১৫২৬-১৮১৮', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ২০০৭(১৯৯৬), পৃ. ৩৩৪
১৬। উল্লাহ, হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১৭। চৌধুরী, তেসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
১৮। M. Siddiq Khan, 'The tragedy of Mrauk-U (1660-1666)', JASP, Vol.XI.No.2, 1966, p. 198
১৯। আখন্দ, মাহফুজুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
২০। চৌধুরী, তেসলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০
২১। আলম, ওহীদুল, 'চট্টগ্রামের ইতিহাস: প্রাচীনকাল থেকে আধুনিককাল', আলমবাগ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮২, পৃ. ১২২
২২। চক্রবর্তী, রতনলাল, 'বাংলাদেশ-বার্মা সম্পর্ক ১৭৮৫-১৮২৪', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৯
২৩। Harvey G. E, প্রাগুক্ত, p. 281
২৪। আখন্দ, মাহফুজুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
২৫। Desai, W.S, 'Pageant of Burmese History', Bombay: Oriental Longmans, 1961, pp. 131-139
২৬। D.P. Singhal, 'The Annexation of Upper Burma', Singapore: Eastern University Press, 1960, pp. 91-94
২৭। ইসলাম, সিরাজুল, 'ইঙ্গ-বর্মী সম্পর্ক', বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৩
২৮। উল্লাহ, হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
২৯। Yegar, Moshe, 'The Muslims of Burma: A Study of a Minority Group', Otto Harrassowitz-Wiesbaden, 1972, p. 31
৩০। উল্লাহ, হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৩১। তদেব, পৃ. ৯৯
৩২। আখন্দ, মাহফুজুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩৩। Nolan, Philip, 'Report on Emigration from Bengal to Burma', Proceeding of Governor Archives, p. 4
৩৪। Yegar, Moshe, প্রাগুক্ত, pp. 31-32
৩৫। উল্লাহ, হাবিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
৩৬। Yegar, Moshe, প্রাগুক্ত, pp. 96-97
৩৭। উল্লাহ, হাবিব, পৃ. ১২২-১২৩
৩৮। Fredrik, Barth, 'Ethnic Groups and Boundaries', pp. 10-11

http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/mia/shared/mia/cours/IA010/Barth%20Introduction%20Ethnic%20Groups%20and%20Boundaries%20.pdf

৩৯। উদ্দিন, রাহমান নাসির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৪০। তদেব, পৃ. ৪৬

৪১। Vandekerckhove, Nel, 'We are Sons of this Soils: The Endless Battle over Indigenous Homelands in Assam', India. Critical Asian Studies 41(4), 2009, pp. 523-548

৪২। উদ্দিন, রাহমান নাসির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৪৩। 'Myanmar wants ethnic cleansing of Rohingya - UN official', BBC NEWS, November 24, 2016
https://www.bbc.com/news/world-asia-38091816 (সংগ্রহের তারিখ- ০৮/০২/২০১৯)

৪৪। 'What is Rohingya crisis and why India needs to have a concrete refugee policy and a law', India Today, New Delhi, September 18, 2017
https://www.indiatoday.in/india/story/what-is-rohingya-crisis-india-narendra-modi-refugee-policy-law-1047162-2017-09-18 (সংগ্রহের তারিখ- ১০/০২/২০১৯)

৪৫। তদেব

৪৬। মোয়াজ্জেম, হোসেন, 'সশস্ত্র রোহিঙ্গা মুসলিম গোষ্ঠী 'আরসা'র নেপথ্যে কারা?', BBC News। বাংলা, ২৬ অগাস্ট ২০১৭
https://www.bbc.com/bengali/news-41060842 (সংগ্রহের তারিখ- ২১/০১/২০১৯)

৪৭। '7 Rohingya Will Be Deported, Supreme Court Says Myanmar Has Accepted Them', NDTV, New Delhi, October 05, 2018
https://www.ndtv.com/india-news/supreme-court-refuses-to-stop-deportation-of-7-rohingya-to-myanmar-today-1926544 (সংগ্রহের তারিখ- ০৪/০২/২০১৯)

৪৮। 'Indian Army crosses Myanmar border in rare attack to avenge Manipur massacre', INDIA TODAY, June 09, 2015
https://www.indiatoday.in/india/story/manipur-army-ambush-massacre-enters-myanmar-avenge-256520-2015-06-09 (সংগ্রহের তারিখ- ১০/০২/২০১৯)

৪৯। 'India starts construction of 1,600-cr Mizoram-Myanmar Kaladan road', The Hindu BusinessLine, April 17, 2018
https://www.thehindubusinessline.com/news/india-starts-construction-of-1600-cr-mizoram-myanmar-kaladan-road/article23577107.ece (সংগ্রহের তারিখ- ২৫/০১/২০১৯)

৫০। 'India planning to set up SEZ in Myanmar's Sittwe', The Economic Times, August 02, 2016
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/india-planning-to-set-up-sez-in-myanmars-sittwe/articleshow/.53496839cms (সংগ্রহের তারিখ- ২৫/০১/২০১৯)

৫১। 'Myanmar keen on longer route for gas pipeline', Financial Express, Kolkata, February 15, 2007
https://www.financialexpress.com/archive/myanmar-keen-on-longer-route-for-gas-pipeline//41197 (সংগ্রহের তারিখ- ২৯/০১/২০১৯)

৫২। 'India gives exim loan to Myanmar for Thahtay Chaung project', Water Power Magazine, November 5, 2007

https://www.waterpowermagazine.com/news/newsindia-gives-exim-loan-to-myanmar-for-thahtay-chaung-project (সংগ্রহের তারিখ- ১৭/০২/২০১৯)

৫৩। 'The Road to East: Connecting India, Myanmar and Thailand; gateway to ASEAN', The Indian Express, September 5, 2018
https://indianexpress.com/article/india/india-myanmar-frienship-highway-thailand-asean-/5335551 (সংগ্রহের তারিখ- ১৭/০২/২০১৯)

৫৪। 'China's investment in Myanmar declines in 2016-2017 fiscal year', Xinhuanet, March 7, 2017
http://www.xinhuanet.com//english/2017-03/07/c_136109783.htm (সংগ্রহের তারিখ- ২৩/০১/২০১৯)

৫৫। 'মালাক্কা ডিলেমা, বাংলাদেশ ও রোহিঙ্গা সমস্যা', যুগান্তর, ডিসেম্বর ২৪, ২০১৮

৫৬। 'China is the biggest arms supplier to Pakistan, Bangladesh and Myanmar, says study', scroll.in, March 12, 2018
https://scroll.in/latest/871743/china-is-the-biggest-arms-supplier-to-pakistan-bangladesh-and-myanmar-says-study (সংগ্রহের তারিখ- ০৪/০২/২০১৯)

৫৭। 'ফিরে দেখা ২০১৭: আলোচনায় মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীরা', BBC NEWS|বাংলা, জানুয়ারী ০৬, ২০১৮
https://www.bbc.com/bengali/news-42574150 (সংগ্রহের তারিখ- ০৯/০২/২০১৯)

৫৮। 'মিয়ানমার কেন 'রোহিঙ্গা' শব্দটি বলেন নি পোপ ফ্রান্সিস', BBC NEWS।বাংলা, ডিসেম্বর ০৩, ২০১৭
https://www.bbc.com/bengali/news-42215068 (সংগ্রহের তারিখ- ১১/০২/২০১৯)

৫৯। Rakhine Commission website
http://www.rakhinecommission.org/the-final-report/ (সংগ্রহের তারিখ- ০৬/০২/২০১৯)

৬০। 'রোহিঙ্গা সংকট: বাংলাদেশের চাওয়া ও ভারতের অবস্থান!', আমারদেশ 24.com, জুলাই ৩, ২০১৮
https://amar-desh24.com/bangla/index.php/details/nationalnews/25874 (সংগ্রহের তারিখ- ১১/০২/২০১৯)

৬১। 'কূটনৈতিক সাফল্য! রোহিঙ্গাদে জন্যে মায়ানমারে বাড়ি বানিয়ে দিল ভারত', কোলকাতা 24x7 নিউজ পোর্টাল, ডিসেম্বর ১৩, ২০১৮
https://kolkata24x7.com/india-build-home-for-rohinga.html (সংগ্রহের তারিখ- ১৪/০২/২০১৯)

৬২। 'রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ', সুপ্রভাত, এপ্রিল ১২, ২০১৮
http://suprobhat.com/153278-2/ (সংগ্রহের তারিখ- ১৪/০২/২০১৯)